দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

সরকারী কলেজসমূহের ৩২৪৫টি শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে সংসদে প্রধানমন্ত্রী

সংসদ রিপোর্টার ঃ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গতকাল (বুধবার) জাতীয় সংসদে জানিয়েছেন যে, সরকারী কলেজসমূহের ৩ হাজার ২৪৫টি শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়েছে এবং সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

অধ্যাপক শহীদুল ইসলামের এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী আরো জানান, ৩১৭টি সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক হাজার ৭২টি শূন্য পদের বিপরীতে ১০০৯ জন সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর টেবিলে উপস্থাপিত হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, নকল প্রবণতা দূর করার জন্য কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং পাবলিক পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

শিক্ষার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহের উল্লেখ করতে গিয়ে

৫-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

সংসদে প্রধানমন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রধানমন্ত্রী আরো জানান, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত/যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের জন্য একটি কর্মকমিশন গঠনের বিষয় প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রচলিত পাঠ্যক্রমকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ডঃ মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি প্রতিবেদন দাখিল করেছে। বর্তমানে প্রতিবেদনটি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

জামায়াতে ইসলামীর মিয়া গোলাম পরওয়ারের এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী জানান, বিগত সরকারের শাসনামলে দেশে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে আশানুরূপ উন্নতি হয়নি। এই আমলে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার কারণে উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তা কমে যাওয়ায় উন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হয়েছে। বিদ্যুৎ বিতরণ ও সঞ্চালন ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের জন্য গৃহীত সরকারী পদক্ষেপসমূহের বর্ণনা দেন প্রধানমন্ত্রী।

বিএনপি'র সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলালের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী জানান, রাজধানীতে বসবাসকারীদের খাবার পানি, মশা, জলাবদ্ধতা, নোংরা আবর্জনাজনিত সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার আন্তরিক প্রয়াস নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।